মেধাবৃত্তির কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা অথবা অসহায় ধামাধরাদের ইতিবৃত্ত

সৌভিক ঘোষ

ধামধরা মেধাবৃত্তি এই লকডাউনে আসলে কি শিখল?

প্রাণঘাতী সংক্রমণ! লকডাউন ঘোষণা! ফাঁকা রাস্তাঘাট, বন্ধ দোকানপাট এবং রুদ্ধদ্বার শিক্ষালয় থেকে শুরু করে প্রমোদক্ষেত্র অবধি! আধুনিক ভারত এমন অবস্থা শেষ কবে দেখেছে ভুলেই গেছিল! রাষ্ট্র নিজেই নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে গুটিয়ে নিয়েছে... একমাত্র নির্বাচনের দ্বারাই চরম গণতন্ত্র অভ্যাস করা যায় ভেবে নিয়ে রোজকার গেলাকোটা শেষ করে ঢেঁকুর তুলে ঘুমোতে যেতেন, এরকম ভদ্রজনেরাই সবচেয়ে বেশি আতংকিত আজ! তারাই সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ধ্বংস করতে সবচেয়ে বেশি জোরে কোঁৎ পেড়েছিলেন তাই আইসোলেশন কেন্দ্রে যেতে সবচেয়ে বেশি আপত্তি করেছেন তারাই - অজুহাত কি? টয়লেট অপরিষ্কার!!

মহাজ্ঞানী অর্থশাস্ত্রীরা সরকারি টাকায় (যদিও এরা ঐ রানৌত নাম্নী অভিনেত্রীর মতোই ভাবেন একমাত্র এদের জমা করা প্রত্যক্ষ করের টাকাতেই সরকার চলে - এতটাই হাঁড়ির হাল এদের জ্ঞানের ভান্ডে!) জনগণের জন্য খাদ্যশস্যের গণবন্টন বা রেশন দেওয়াকে অপচয় প্রমান করতে কাছা খুলে নেমেছিলেন তাই আজ তাদের যেভাবে হোক দরকারে লকডাউন ভেঙে কিংবা কালোবাজারি মেনে নিতেও আপত্তি নেই কিন্তু সরকারি রেশন কত জঘন্য সেই বলে এখন কলমের কালি খরচ করতেই হচ্ছে!!!

Society Language and Culture

তবে কি এই অবস্থায় পৌঁছে তবে তারা বুঝতে পারছেন গরিব মানুষ কিভাবে দিনযাপন করে? অনুভব করতে পারছেন কিভাবে তারা বেঁচে থাকে? কিভাবে খায়? কি খায় আর কি বা না খায়?

মহাশয়দের লজ্জা নেই জানি, আর তাই এও জানি আপনারা সবাই আসলে অপেক্ষা করে ছিলেন... রেশন কার্ড, আধার কার্ড থেকে শুরু করে নরম গরম ক্রেডিট কার্ডের কিছুই নেই যাদের, সেইসব ঝুপড়িবাসি, বস্তিবাসী কিংবা একেবারেই রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষগুলোর উপর দিয়েই লকডাউনের স্টীমরোলারটা চলে যাক! আপনারা নিজেরা যেহেতু আরও অনেকদিন ঘরে বসে পরিষেবা ক্রয় করে বেঁচে থাকতে পারবেন তাই সরকার প্রেরিত ব্যবস্থার প্রতি এতো বিবমিষা আপনাদের! সরকার যেন কর নেওয়া ছাড়া আর কোনোকাজেই ন্যুনতম দক্ষতা না দেখাতে পারে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেই তো এতগুলো বছর মতামত জানিয়েছেন, সোচ্চার হয়েছেন!!!

খবরের চ্যানেল যখন বিতর্ক সভার নামে আসলে আপনাদের মতামত নির্মাণ (Consent Manufacturing) করতে প্রতি সন্ধ্যায় আসর জমায় তখন এনারাই তো "সোভিয়েত ব্যবস্থার ভালো কি আছে - শুধু লোকজনকে লাইনে দাঁড় করানো ছাড়া আর কিছুতেই ওদের কোনো সাফল্যই নেই!", "সরকার কেন সবকিছুর দায়িত্ব নেবে", "সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে - ওসব এখন অতীত - পাঁচপুরুষ ধরে অন্যের মেরে জমানো টাকা পয়সা দিয়ে যদি ভোগই না করতে পারি তাহলে আর গণতন্ত্র কোথায়!" এইসব কিছু চেটেপুটে খেয়েছেন!

এবার এরাই পড়েছেন মহা ফ্যাসাদে! বাইরে বেরোলে সংক্রমণের ভয়ে মরেছেন আর ভিতরে থাকলে মুনাফার হার কমছে বলে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন! আবার ধান্দাবাজি যেহেতু মজ্জায়-মজ্জায় তাই আপনি বাঁচলে বাপের নাম তাও

বলতে পারছেন না... শেষ দেড় বছরে গোটা পৃথিবী জুড়েই আরও বেশি বেশি করে প্রমান হল মানুষ কোনোভাবেই একা কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার নির্ভরতা ছাড়া এতটুকুও চলতে পারে না, বাঁচতে পারে না... শারীরবৃত্তীয় কারণ বাদ দিলে বেঁচে থাকার অন্যতম শর্তই হলো সামাজিকতা, সামাজিক অস্তিত্ব... বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অন্যদের শ্রমের উপরেই নির্ভর করতে হয় - অন্যের শ্রমের ফলাফলের ভাগ না নিয়ে আমরা কেউ বেঁচে থাকতে পারি না... এই সামাজিক শ্রমের উপরে আমাদের প্রত্যেকের বেঁচে থাকার নির্ভরতাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমান করে সমাজতন্ত্র কেন প্রয়োজনীয়!

এতদিন ধরে Economy And Finance বলে যে ধান্দামূলক রাজনৈতিক গাঁজাখুরিটা চালিয়ে এলেন সেটার আজকের অবস্থা কি জানেন? এই বাজারেও টাকার পাহাড়ে বসে থাকা ইনভেস্টরেরা নিজেদের যক্ষের ধন আগলে রাখতে বিনিয়োগ করছেন সোনা কিংবা বিদেশী মুদ্রায়!!! আর সাধারণ ধামধরারা এতো বছর ভেবে এল ব্যক্তিগত স্বাধীন ধান্দাবাজিই (ঐ যাকে আপনারা সাধুভাষায় স্বাধীন বাণিজ্য কিংবা উদ্যোগ বলতে শিখেছেন) দেশের হাল ফেরাবে!!! দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো তো দূর তাদের নিজেদের পায়ের তলার জমিটুকুর প্রতিও ওদের নিজেদেরই আর ভরসা নেই! ঘরে বসে রামায়ণ-মহাভারত দেখতে দেখতে অনেকেই কল্পনা করছেন, তবে যে সেইসব লক্ষ-কোটি টাকার অনুদান... সেসব তো যেখানে জমা হয়েছে সেই খাতার হিসেবটুকুও (অশোকস্তম্ভ আটকানো প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলকে ব্যাক্তিগত তহবিল বলে ঘোষণা করেছে দেশের সরকার) জানার অধিকার আপনার নেই বলে সরকার জানিয়ে দিয়েছে! কারা যেন ভাবতে ভালবাসত সরকারি রেশন, সরকারি শিক্ষা, সরকারি স্বাস্থ্য এইসবেতে ভর্তুকি মানেই পয়সা নষ্ট!!!

সত্যিই কি পরিহাস!

Society Language and Culture

দেশজুড়ে সংক্রমনের ভয়াবহ দ্বিতীয় ঢেউতে মৃতদের কোন তথ্যই রাখেনি সরকার! অথচ প্রতিদিন কাগজের পাতায় ছেপেছে নদীর জলে লাশ ভেসে যাওয়া কিংবা রাস্তার ফুটপাথে দাহসৎকারের গনগনে ছবি! অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের পাশাপাশি হাতে পয়সা থাকা সত্বেও সংক্রমণে শ্বাসরোধ হয়ে দুফোঁটা অক্সিজেনের জন্য হাহুতাশ করেছেন এমন প্রত্যেকের মুখের উপরেই স্বাস্থ্যপরিষেবার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে পয়সা নষ্ট হবার অজুহাতেই! রাষ্ট্র বুঝতেই পারেনি এমনটা হতে পারে, তাই অর্থের অকারণ অপচয় করে অক্সিজেন সিলিন্ডার, টীকা কিংবা ওষুধ তৈরির প্রস্তুতিই নেয় নি।

আমরা যে এতটাই আপাদমস্তক আকাট-মুখ্যু এই লকডাউন না হলে এটা আদৌ বুঝতে পারত কেউ?

সার্বিক অবনমনের আক্রমন কি শুধুই দক্ষিনপন্থার গা ঘেঁসে রয়েছে ?

ঝাঁকের কই হয়ে যেতে পারলে বেঁচে যাবেন এমন একটা ধারণা সমাজের উপরতলায় থাকা মানুষদের মধ্যে বেশি কার্যকরী হয়। তাদের এহেন ভাবনা জন স্টুয়ার্ট মিল'র সময় থেকেই চলে আসছে কিনা সেই তথ্য গুগল সরবারাহ না করলেও একথা ঠিক যে এতেই একটা শ্রেণীচরিত্রের আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু যা অভিশাপ তা হল এই যে এমন একটা ধারণা আজকাল বিপ্লবী সংগঠনের কিছু অংশের মধ্যেও চেপে বসেছে - The Concrete Analysis Of The Concrete Condition বুঝব না অথচ লেনিনের উত্তরাধিকার দাবি করবো এই হল এনাদের অঙ্গীকার!

জীর্ণ-দীর্ণ কিন্তু এখনো টিকে থাকা মুনাফানির্ভর অমানবিক আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মহাপ্রাচীর ভেঙে ফেলার মূল বিজ্ঞানটাই হলো সম্মিলিত Force দ্বারা যতদূর সম্ভব শানিত, তীব্র সূচিমুখের আঘাত – এসব কার্যত পদার্থবিদ্যার গোড়ার দিককার কথা এবং ঐতিহাসিকভাবে বারে বারে প্রমাণিত!!!

অথচ এইসবকিছু অস্বীকার করে সমাজে বসবাসকারী একক ব্যক্তিসত্বার অস্তিত্বের মূলকাঠামো হিসাবে শ্রেণীর পরিচিতি ভুলে গিয়ে, নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী লক্ষ্যের কর্মসূচি গুলিয়ে দিয়ে একক ব্যক্তি পরিচিতির অবমূল্যায়ন নিয়ে চিৎকার জুড়ে নিজেদের আধুনিকমনস্কতার খোঁয়াড়ে নাচানাচি করতে অভ্যস্ত রাখা খুব সহজ বলেই কি এহেন মেধাহীনতার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে চলেছে! এদের অনুভব কি এমন যে এহেন আচরণে অন্তত সবকিছু থেকেই Social Distancing মেনে চলা যায়, ফলে কিছু না করেই ভুল তো কিছু করিনি বলার শ্লাঘা আস্বাদনে জিভ লকলক করে ওঠে!

আসলে মূল কাজের দিকে একচুল এগোনোর দম নেই - এই অসহ্যকর সত্যে পৌঁছে গেলে নিজস্ব গুরুগম্ভীর সেই অস্তিত্ব যার জোরে নিজেদের "এখনো বেঁচে আছি তাই আমিই পরম" ধারণা করে শেষবধি সার্ত্রে কিংবা মার্কস কারোরই পন্থী হয়ে উঠতে না পারাকেই উদযাপন করতে হয়! এবং সেটাও মূলত একা একাই!

খেতে না পেয়ে, সন্তানের মুখে একমুঠো ভাত তো দূর, ফ্যানটুকুও জোটাতে না পেরে - পরনের কাপড় না পেলে গামছা পরেই মাঠে-ঘাটে-পথে মজুরি করে দিনগুজরান করা কোটি কোটি ভারতীয় মহিলাদের দিকে দুটো চোখ খোলা রেখে তাকিয়ে থাকতে পারলে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে রাজনৈতিক মূর্খতা প্রমান করতে হয় না!

Society Language and Culture

ওরা সবার আগে খেতে চায় - তারপরে অস্তিত্বের নামে অন্যান্য বিলাসিতার সুযোগ তৈরী হয়! এসব বুঝতে গেলে মার্কস-লেনিন-স্তালিন-মাও কিছুই পড়তে হয় না - একদিন ত্রাণ বিলি করতে বস্তিতে গেলেই বুঝে নেওয়া যায়!

কিন্তু আমাদের সংকট কোনোদিনই কাজের কাজ নিয়ে নয় শুধুই বুকনিবাজিতে! আমাদের অভিশাপ এই যে আমরা চিরকাল শ্রমের মর্যাদা ব্যাখ্যা করতে না পেরে প্রথমে নির্লজ্ব-গুছিয়ে নেওয়া মেধার তোষামোদ এবং পরে অতিশুদ্ধির সূচিতাবাতিকগ্রস্থ বাতকর্মে নিজেদের যোগ্যতার প্রমান রেখে গেছি - এখনো যাচ্ছি!

এইসব অতিমেধাসমৃদ্ধ একক আসলে কোনোদিনই সংশ্লেষের যোগ্য নয় - আর শেষবধি প্রলেতারীয় Thesis বলুন আর মহাজ্ঞানী উচ্চমেধার ঝাঁজে মাথা ঝিমঝিম করা Antithesis বলুন, এগোনোর পথ আটকে সামনে দাঁড়ানো মূর্তিমান বিভীষিকাময় বাধার বিরুদ্ধে সমাধানকল্পে Synthesis করার মতো সহজ যোগ্যতা না থাকলে কিসের বামপন্থা!!!

অবশ্য যে বিপ্লবের সম্ভাবনা এনাদের চিন্তা-চেতনায় বরাবর মরীচিকাসম রয়ে গেছে তার দিকে এক পা এক পা করে এগোতে এদের ধৈর্য্যে, সাহসে, মেধায় কোনোদিনও কুলোবে না - এটুকু না বুঝতে পারলে আপনি অতিসূক্ষাতিসূক্ষ চেতনায় বলীয়ান এককসত্বাধারী ভদ্রসন্তান (অশোক মিত্রের আপিলা চাপিলা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই কথাটা বলছি) হতেই পারেন - কিন্তু কমিউনিস্ট কোনোদিন নয়!

আর হ্যাঁ, এসবকিছুকে পায়ে মাড়িয়েই লাল ফৌজ এগিয়েছে - বিজয় অর্জন করেছে... পরেও তাই করবে!

অবশ্য স্মরনে রাখতেই হবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নামে অসামাজিক, আপাদমস্তক নির্লজ্ব, ধান্দাবাজ ব্যক্তিসত্বার সামাজিক শ্রেণীপরিচয়ের চেয়ে অন্যান্য জৈবিক পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়া এবং সবশেষে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইকে ছোট দেখানো নতুন কোনো মানসিক ব্যাধি নয় - আমরা ওসব দুরমুশ করে দিতে জানি!

মেধা ও বামপন্থার মিথস্ক্রিয়া এবং আশার আলো

এঙ্গেলস'র স্নেহধন্য ছিলেন প্লেখানভ... পরবর্তীতে গ্রেফতারি এড়াতে দীর্ঘকাল নিজের দেশ থেকে দূর সুইৎজারল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন... আর ফিরে আসতে পারেন নি... নিজে একসময় যে দলের সদস্য ছিলেন পরে রাশিয়ায় ব্যক্তিহত্যার রাজনীতির বিরুদ্ধে সেই নারোদনায়া ভলিয়ার ভ্রান্ত রাজনীতির স্বরূপ দেখিয়ে দিতে তত্ব এবং তথ্য দিয়ে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন... লেনিন তাকে মার্ক্সবাদের শিক্ষক হিসাবে উল্লেখ করেন... এই মানুষটাই দীর্ঘ শারীরিক অসুস্থতা (এনজাইনা), প্রবাসে একাকিত্বের কারণে আত্মমগ্নতা এবং তত্বব্যাখ্যায় বিখ্যাত হবার অহংবোধ সম্মিলিত হয়ে অত্যন্ত সংকীর্ণমানসিকতার পরিচয় দেন...

লেনিন এই আত্মমগ্ন বুকনিবাজি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন - অনেক আগেই চিনতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে এই চক্র মানসিকতা পার্টির ক্ষতি করবে, বিখ্যাত হবার কারণে তৈরী হওয়া অহমিকার দ্যুতি অজস্র সম্ভাবনার আলো নিভিয়ে দেবে...

এসব বন্ধ করতে লেনিনের অজুহাতের প্রয়োজন হয় নি কোনোদিন! সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইস্ক্রার সম্পাদকমন্ডলীতে নতুন রিক্রুট করা হোক! লেভ দাভিদোভিচ ব্রনস্টাইন ঐ যাকে আপনারা মূলত ট্রটস্কি নামে চেনেন তাকে এই সময়েই পার্টির মুখপত্রে লেখার সুযোগ করে দেন লেনিন... দুই ক্ষেত্রেই সঠিক চিনেছিলেন - পরবর্তীতে ট্রটস্কির মধ্যেও ঐ ধরণের বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল... সে আরেক গল্প!

Society Language and Culture

ট্রটস্কিকে প্রথম থেকেই অপছন্দ করতেন প্লেখানভ... শালীনতার স্বাভাবিক সীমারেখা পেরিয়ে অনেকবার অপদস্থ, হেনস্থা করেন ট্রটস্কিকে - প্রকাশ্যেই! প্লেখানভের পুরানো কমরেডরা (বিখ্যাত অগ্নিকন্যা ভেরা জাসুলিচ, পাভেল আক্সেলরদ এবং আরও কয়েকজন) চুপ থাকেন! তাদের এই চক্র মানসিকতা, "যত যাই হোক উনি অভিজ্ঞ পুরানো কমরেড" বলে যুক্তি হাজির করাকে প্রথম থেকেই প্রতিরোধ করে গেছেন লেনিন...

পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলিতে স্থান পাওয়া নিয়ে অনেক আকচা-আকছি হয়েছিল, পার্টির শঙ্খলার মূলনীতি হিসাবে গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রিকতার ফলে বহুকালের অভ্যাসমতো যেমন খুশি, যা খুশি চলা, বলার সুখের দিন শেষ হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বুদ্ধিজীবী বামপন্থীরা গণতন্ত্রের নামে লেনিনকে অপদস্থ করতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, কুৎসা শুরু করেন - এমনকি এই অবধিও বলা হয় যে লেনিন পার্টিকে পেশাদার বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়ে আসলে সবকিছুতে নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইছে... পার্টি সংগঠনের ন্যূনতম অভিজ্ঞতা রয়েছে যাদের, তারা নিশ্চিত বুঝবেন এইসব আজও বলা হয়! সেসব পরে আলোচনা হবে!

প্লেখানভ নিজেকে এই সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি আরও কিছু মজা করেন!

ব্রনস্টাইন বা ট্রটস্কি ততক্ষনে লেনিনের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক নিয়মের (গণতান্ত্রিক – কেন্দ্রিকতা) বিরুদ্ধতায় "ঐ নিয়মের গিলোটিনে সবার আগে মার্কসের সিংহসদৃশ মাথা কাটা যাবে" বলে ব্যাখ্যা হাজির করেছেন! বিরোধিরা মঞ্চে উঠে ব্যক্তি লেনিনের উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ কুৎসাকে হাতিয়ার করে ফেলেছেন - তারা ভেবেছিলেন প্লেখানভও

স্রোতে গা ভাসাবেন! এদের বুকনিবাজির জবাবে মঞ্চে সভাপতিমন্ডলীর পক্ষ থেকে বলতে গিয়ে প্লেখানভ উল্লেখ করলেন "অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ঘোড়ারা কথা বলতে পারে না, কিন্তু গাধারা সবসময়ই বড় বেশি চিৎকার করে!"

প্লেখানভ বুদ্ধিজীবী ছিলেন, কিন্তু স্রোতে গা ভাসানোর মতো দুর্বল শিরদাঁড়া ছিল না তার!

প্লেখানভের সামনে ট্রটস্কির প্রশংসা করতে গিয়ে ভেরা জাসুলিচ "ঐ ছেলেটা, খুব প্রতিভাবান!" বলে উল্লেখ করেন - এর জবাবে প্লেখানভ বলে উঠলেন "জানি! এবং ওর সেই অপরাধ আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না!"...

ট্রটস্কি নিজের লেখায় প্লেখানভ'র দুর্ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্যাখ্যা দেন "উনি আমাকে লেনিনের লোক ভাবতেন" ... ব্যাপারটা একেবারেই তা ছিল না... ঐ সম্মেলনেই ট্রটস্কি যখন লেনিনের বিরোধিতা করে নানা কথা বলেছিলেন তখনও তাকে একেবারেই পাত্তা দেন নি প্লেখানভ! যদিও লেনিন যে তার বিরোধিতা করছেন তা ভালোভাবেই বুঝতেন...

বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগের মধ্যেই চিরকাল এইধরণের বিচ্ছিন্নতা কাজ করে! নিজস্ব বুদ্ধিজীবীতার বৃহত্তম প্রমান হিসাবে তাদের মতামত সাধারণের থেকে কতটা আলাদা, কতটা স্বয়ম্ভু এবং কতটা অন্যান্য মতামত নিরপক্ষ সেইসব জাহির করতেই তাদের এক অলীক সুখ হয়... এই সুখটুকু নিভৃতে বসে আস্বাদন করাই তাদের দিনযাপনের অজুহাত হয়ে ওঠে!

Society Language and Culture

শিল্পী-সাহিত্যিকের কাজে নিভৃতির একান্তই প্রয়োজন - নাহলে সৃষ্টি হয় না... খুবই সঠিক, কিন্তু বহুর থেকে যেভাবেই হোক না কেন আলাদা না হতে পারলে সবই বৃথা, অন্যরা ইতিমধ্যেই হাজির করে ফেলেছেন তাই সেই যুক্তি অসার - তাতে আর নিজস্বতা কিছু নেই সুতরাং ওসব উচ্চারণ করাও পাপ! এই নাহলে বুদ্ধিজীবী!

মনে রাখতেই হয়, তারা এইসব করেন কারণ মনের গহীন কোণে তারাও নিজেদের সৃষ্টিকে পরিশ্রম বা শ্রমের ফসল বলে স্বীকার করতে চান না - বরং সম্পূর্ণ ভুলভাবে সেইসব সৃষ্টিকে নিজেদের বুদ্ধির ফসল মনে করেন... মেধাকে উচ্চ সম্মান দেবার আড়ালে এই কাজ আসলে শ্রম সম্পর্কে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ... তারা অতীববুদ্ধিধর, তাই সেই ঘৃণার প্রচার এবং প্রকাশ নিজেদের পেলব, মধুর ভাষার ব্যঞ্জনার আড়ালে চালাতেই থাকেন, কখনো না বুঝে কখনো আবার জেনেশুনেই...

যেভাবেই হোক দরকার পড়লে কুযুক্তি সম্বলিত অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করে আসল কাজ গুলিয়ে দিয়েও নিজস্ব অনন্যতা জাহির করতে হবে এসব যারা ভাবেন তারা আর যাই হন না কেন বিপ্লবী কখনো নয়!